যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৩৪

১/ বিবিধ

আরবী

أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى
كذب

أخرجه الخطيب في " التاريخ " (11 / 384) من طريق أبي القاسم علي بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعر: حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا بشر بن دحية حدثنا قزعة بن سويد عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أورده في ترجمة الشاعر هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وكذلك صنع الذهبي، وساق له هذا الحديث، وقال: " خبر كذب، هو المتهم به ". قلت: نعم هو كذب واضح، ولكن المتهم به هو غيره، فقد ذكر الذهبي نفسه في ترجمة عمار بن هارون المستملي أن ابن عدي أخرجه من طريقه: حدثنا قزعة بن سويد به. وعقبه الذهبي بقوله: " قلت: هذا كذب، قال ابن عدي: حدثناه ابن جرير الطبري حدثنا بشر بن دحية حدثنا قزعة بنحوه. قلت: ومن بشر؟! قال ابن عدي: قد حدث به أيضا مسلم بن إبراهيم عن قزعة. وقزعة ليس بشيء
قلت: ففيما ذكرنا ما يوضح أن أبا القاسم الشاعر بريء الذمة من هذا الحديث المكذوب. وأن التهمة منحصرة في بشر بن دحية أوشيخه قزعة، وكان يمكن تبرئة الأول منهما من عهدته برواية المستملي إياه عن قزعة، كما فعل الحافظ في ترجمة بشر، ولكن المستملي هذا متروك الحديث، كما قال موسى بن هارون، وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه غير محفوظ، كان يسرق الحديث ". فيمكن أن يكون سرقه من

بشر هذا، ثم رواه عن شيخه قزعة. وعليه فلا نستطيع الجزم بتبرئته منه، فهو آفته، أوشيخه قزعة. والله أعلم

বাংলা

১৭৩৪। আবু বাকর ও উমারের মর্যাদা আমার নিকট যেমন হারূনের মর্যাদা মূসার নিকট।

হাদীসটি মিথ্যা।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “আততারীখ” গ্রন্থে (১১/৩৮৪) আবুল কাসেম আলী ইবনুল হাসান ইবনু আলী ইবনু যাকারিয়া শায়ের সূত্রে আবূ জা’ফার মুহাম্মাদ জারীর ত্বারী হতে, তিনি বিশর ইবনু দাহিয়্যাহ হতে, তিনি কায’আহ ইবনু সুয়াইদ হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে এ শায়েরের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালমন্দ কিছুই বলেননি। হাফিয যাহাবীও এরূপই বলে এ হাদীসটিকে উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটি মিথ্যা। আর তিনিই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হ্যাঁ, এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। তবে এ হাদীসটি মিথ্যা হিসেবে বর্ণনা করার দোষে দোষী হচ্ছেন তিনি (শায়ের) এবং অন্যজনও। হাফিয যাহাবী নিজেই বর্ণনাকারী আম্মার ইবনু হারূণ মুসতামেলীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আদী তার সূত্রে হাদীসটি কাযা’য়াহ ইবনু সুয়ায়েদ হতে উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ আমি বলছিঃ এটি মিথ্যা।

ইবনু আদী বলেনঃ হাদীসটি আমাদেরকে ইবনু জারীর ত্বারী বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বিশর ইবনু দাহিয়্যাহ হতে, তিনি কাযায়াহ হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি বলছিঃ কে এ বিশর? ইবনু আদী বলেনঃ হাদীসটিকে মুসলিম ইবনু ইবরাহীমও কাযায়াহ হতে বর্ণনা করেছেন। আর কাযায়াহ কিছুই না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আবুল কাশেম আশশায়ের এ মিথ্যা হাদীস হতে মুক্ত। এটিকে মিথ্যা হিসেবে বর্ণনা করার ব্যাপারে বিশর ইবনু দাহিয়াহ অথবা তার শাইখ কাযায়াহ দোষী। তবে কাযায়াহ হতে মুসতামেলীর বর্ণনার দ্বারা প্রথমজনকে মিথ্যার দোষ থেকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বিশরের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তবে এ মুসতামেলী মাতরুকুল হাদীস। যেমনটি মূসা ইবনু হারণ বলেছেন। আর ইবনু আদী বলেনঃ তিনি (মুসতামেলী) যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই নিরাপদ নয়, তিনি হাদীস চুরি করতেন।

হতে পারে তিনি হাদীসটিকে বিশর হতে চুরি করেছেন। অতঃপর তিনি তার শাইখ কাযায়াহ হতে বর্ণনা করেন। অতএব হাদীসটিকে বিশরের ত্রুটির যিম্মা হতে মুক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি অথবা তার শাইখ কায’য়াই সমস্যা।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72617

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন